Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 540 - 551
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

লোকায়ত ভাবনায় ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ : উপন্যাস বনাম চলচ্চিত্র

গৌরব সরকার
গবেষক, বিশ্বভারতী
Email ID : sgourab35@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Folk culture, Malo community, Advaita Mallabarman's, Titas Ekti Nadir Naam, Ritwik Ghatak, Malo culture, Novel versus film

Abstract
The Titas River, originating from and merging back into the Meghna River, is a culturally and historically significant river in Bangladesh. Flowing through Brahmanbaria in Bangladesh and Tripura in India, the Titas River served as the central theme of Advaita Mallabarman's renowned novel 'Titas Ekti Nadir Naam', which depicts the lives of the Malo community. Their livelihood, festivals, music, and folk beliefs form the core of the novel. Based on this literary work, Ritwik Ghatak created a film of the same name.

The Malo community depends on fishing in the Titas River for their sustenance. They observe various traditional customs and beliefs, such as rituals after childbirth, writing fortunes with Chitragupta's ink, and offering special foods for the deceased. Their vibrant festivals include playing with colors and music during Dol Purnima. Music is an integral part of their lives, reflected in genres like Murshidi, Sari, and Baromasi songs, which express their joys, sorrows, and cultural identity.

The Malo community's lifestyle is rich in diversity, including unique dietary habits and proverbs reflecting societal realities and humor. The Titas River symbolizes more than just a river; it represents the life, history, and cultural identity of a community.

This essay delves into how Ritwik Ghatak's film portrays the life of the Malo community as depicted in the novel. It examines which aspects the director excluded, which he added, and provides reasons for these creative choices.

Discussion

তিতাস মাঝারি মাপের নদী। মেঘনা থেকে এর উৎপত্তি মেঘনাতেই সমাপ্তি। এ নদীর কোন বড় ইতিহাস নেই। তবে লেখকের কথায় –

> “পুঁথির পাতা পড়িয়া গর্বে ফুলিবার উপাদান এর ইতিহাসে নাই সত্য, কিন্তু মায়ের স্নেহে, ভাইয়ের প্রেম, বউ-ঝিয়েদের দরদের অনেক ইতিহাস এর তীরে তীরে আঁকা রহিয়াছে। সেই ইতিহাস হয়তো কেউ জানে না। তবু সে ইতিহাস সত্য।”[১]

তিতাস বাংলাদেশ-ভারতের সীমানা সংশ্লিষ্ট একটি নদী। নদীটির উৎপত্তি ভারতের রাজ্য ত্রিপুরায়। ভারতে বাংলা ভাষায় হাওড়া নদী এবং স্থানীয় কোকবোরোক ভাষায় সাঈদ্রা নদীনামে এটি পরিচিত। বাংলাদেশে এটিই তিতাস নদী। নদীটি ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার কাছাকাছি থেকে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া উপজেলা দিয়ে নদীটি প্রবেশ করে শাহবাজপুর টাউন অঞ্চলের সীমানা ঘেঁষে এটি আরো দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়ে ভৈরব-আশুগঞ্জের সীমানা ঘেঁষে মেঘনা নদীর সাথে মিশে গেছে। তিতাসের গড় দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৮ কিলোমিটার। কোন কোন উপকথায় বলা হয়েছে যে, তিতাস নদী মেঘনার কন্যা বা মেয়ে।

এই তিতাসকে কেন্দ্র করেই অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। লেখকের মৃত্যুর পরে যেটি প্রকাশিত হয়। এটিকে কেন্দ্র করে মৌলিক-সৃষ্টিশীল চলচ্চিত্র নির্মাতা ঋত্বিক ঘটক একটি ছবি তৈরি করেন। ২৭ জুলাই ১৯৭৩ সালে ছবিটি মুক্তি পায় ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ নামেই। প্রযোজক ছিলেন হাবিবুর রহমান খান। নির্মাতা ঋত্বিক ঘটক বলেন —

> “তিতাস পূর্ব বাংলার একটা খণ্ডজীবন, এটি একটি সৎ লেখা। ইদানীং সচরাচর বাংলাদেশে (দুই বাংলাতেই) এ রকম লেখার দেখা পাওয়া যায় না। এর মধ্যে আছে প্রচুর নাটকীয় উপাদান, আছে দর্শনধারী ঘটনাবলী, আছে শ্রোতব্য বহু প্রাচীন সঙ্গীতের টুকরো - সব মিলিয়ে একটা অনাবিল আনন্দ ও অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করা যায়।”[২]

উপন্যাসটি মালো সম্প্রদায়ের জীবনকথা। ররুণ কুমার চক্রবর্তীর ভাষায় ‘মালোদের জীবন পাঁচালী'। লেখক যা ফুঁটিয়ে তুলেছেন আপন জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে। সেই মালোদের জীবন-যাপনের যে ছবি, তাকে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য।

জীবিকা : নদীতে যখন জল থাকে তখন মালোরা তিতাস নদীতেই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। যখন জল কমে যায় তখন এরা নৌকা নিয়ে বিদেশ পাড়ি দেয়, কোন মালিকের আন্ডারে মাছ ধরে রুজি রোজকার করতে। মেয়েরা শণসুতা দিয়ে মিহি ও মোটা দুরকম সুতো কাটে। সেই সুতো জেলেরা কিনে নিয়ে নিজেরাই জাল বোনে। মোটামুটি এই তাদের মূল জীবিকা।

বিশ্বাস-সংস্কার : যে সমস্ত লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারের বশবর্তী মালোরা তার মধ্যে আছে - এদের রীতিতে শ্বশুরের নাম মুখে না আনা। সেই জন্য মালোপাড়ার এক নারীর শ্বশুরের নাম পাণ্ডব ছিল বলে পান কে সে বলে বট পাতা।

> “ছাইলা হইলে পাঁচ ঝাড় জোকার, মাইয়া হইলে তিন ঝাড়।”[৩]

মোলোদের সন্তান প্রসবের সময় এই রীতি প্রচলন। কালোর মার ঘরের মেজ বৌয়ের সন্তান হওয়া প্রসঙ্গে এই রীতির কথা এসেছে। সন্তান ছয় দিনের হলে ঘরে দোয়াত কলম রেখে দেওয়ার নিয়ম। তাদের বিশ্বাস এই রাতে চিত্রগুপ্ত এসে দোয়াত থেকে কালি নিয়ে ওই কলমের সাহায্যে শিশুর কপালে লিখবে তার ভাগ্যলিপি। অষ্টম দিনে হয় আটকলাই। তের দিন পর্যন্ত অশৌচ থাকে। অশৌচ কাটানোর দিন নাপিত এসে সকলের চুল-দাড়ি কামিয়ে দেন, এবং পুরোহীত দিয়ে মন্ত্র পড়িয়ে অশৌচ কাটানো হয়।

অনন্তর মা মারা যাবার পরে তাদের রীতি অনুসারে আচার-অনুষ্টান সেরেছে অনন্ত। আলোচাল আর কলা দিয়ে মালসায় জাউ রেঁধে সাত খানা ডোঙা বানিয়া তাতে জাউ আর কলা দিয়ে তুলসী তলায় সারি সারি সাজানো হয়। অনন্ত শুনেছে তার মা কাকের রূপ ধরে এসে ঐ জাউ কলা খেয়ে যাবে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আলীর নাম স্মরণ সাদির নৌকা খোলে বাইচের দিন, এটাই এদের সংস্কার। আবার বনমালী কাদিরের বাড়ি এলে কাদির মুসলিম এবং বনমালী হিন্দু হওয়াতে সে বনমালীকে অন্য খাবার না দিয়ে দুধ ও চিড়ে খেতে দেয়। ইত্যাদি এসব আরো বিশ্বাস ও সংস্কারে মালোদের জীবন ঘেরা।

উৎসব : চৈত্রমাসে মাঝামাঝিতে শুকদেবপুরে দোল পূর্ণিমা। দোলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হোলি খেলে গান-বাজনা করে, রঙ খেলা ও খাওয়াদওয়া করে। করতাল ও রামকরতাল, ঘুঙ্‌রা বাজিয়ে গান গেয়ে বেড়ায় এই দিনে।

সংগীত : মাঘমণ্ডল ব্রত উপলক্ষ্যে মালো পাড়ায় উৎসব, সেই উৎসবকে কেন্দ্রকরেই গান গায় নারীরা 'সখি ঐ ত ফুলের পালঙ রইলো, কই কালাচাঁদ আইলো'। গানটির জন্মইতিহাস তাদের জানা নেই। ৭ বছর আগে বাসন্তী যখন গর্ভে তখনও তারা এই গান গেয়েই ব্রত উদ্‌যাপন করতো।

শুকদেবপুর যাবার সময় নৌকা যখন তিতাস ছেড়ে ভৈরব বন্দর পার করে কুলঘেষে চলছিল, সে সময় কিশোর গেয়ে ওঠে -

"উত্তরের জমিনেরেসোনা-বন্ধু হাল চষে
লাঙ্গলে বাজিয়া ওঠে খুরা।
দক্ষিণা মলয়ার বায়   চান্দমুখ শুখাইয়া যায়
কার ঠাঁই পাঠাইব পান গুয়া।"[৪]

দোল উপলক্ষ্যে গান। খলা ও শুকদেবপুরে নর-নারীরা মিলিত হয়ে দুদলে বিভক্ত হয়ে গান ধরলেন। একদল কৃষ্ণের দল অন্যদল রাধার দল -
রাধার দল ভদ্রভাবে গান তুলল -

'কৃষ্ণের দল সুর চড়াল
সুখ বসন্তকালে ডেকোনারে
অরে কোকিল বলি তুমারে।
বিরহিনী বিনে কান্ত হৃদাগ্নি হয় জ্বলন্ত,
জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে হয়নারে শান্ত।
সে-যে ত্যজে' অলি কুসুম-কলি রইল কি ভুলে।।

'বসন্তকালে এলরে মদন-
ঘরে রয় না আমার মন।।
বিদেশে যাহার পতি,
সেই নারীর কিবা গতি,
কতকাল থাকিবে নারী বুকে দিয়া বসন।।

'রাধার দল তখনও ধৈর্য ঠিক রেখে গাইল—
বনে বনে পুষ্প ফুটে,
মধুর লোভে অলি জুটে,
কতই কথা মনে মনে উঠে সই-
ব্যথা কার বা কাছে কই ।।
দারুণ বসন্তকাল গো,
নানা বৃক্ষে মেলে ডাল গো,
প্রবাস করে চিরকাল সে এল কই-

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বসিয়া তরুর শাখে কুহু খুহু কোকিল ডাকে,
আরে সখিরে এ-এ-এ-

'কৃষ্ণের দল আবার অসভ্য হয়ে উঠল –

"আজু শুন ব্রজনারী
রাজোকুমারী, তোমার যৌবনে করব আইন-জারি
হস্তে ধরে নিয়ে যাব
হৃদকমলে বসাইব – রঙ্গিনী আয় লো-
হস্তে ধরে নিয়ে যাব, হৃদকমলে বসাইব।
বসন তুলিয়া মারব ঐ লাল-পিচোকারী-"[৫]

শুকদেবপুর থেকে কিশোরদের ফেরার পথে ভৈরব বন্দরে নৌকা থাকানো হয়। সেখানে সকলে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের ঘুমিয়ে পড়ার কথা। সে সময় নৌকাতে নৌকাতে গান শুরু হয়। 'বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের এই নদী-বিহারীদের কতকগুলি নিজস্ব সম্পদ আছে। অমনিতেই তারা শুইয়া পড়ে না।' শুরু করে গান – নৌকা থেকে ভেসে আসে মুর্শিদা গান -

"এলাহী দরিয়ার মাঝে নিরাঞ্জনের খেলা,
শিল পাথর ভাসিয়া গেল শুক্‌নায় ডুবল ভেলা। ..."[৬]

কালোর মার মেজ বউমার ছেলের অশৌচ কাটার দিন পুরনারীরা গান করেন –

"দেখ রাণী ভাগ্যমান, রাণীর কোলেতে নাচে দয়াল ভগবান। নাচরে নাচরে গোপাল খাইয়া ক্ষীর ননী, নাচিলে বানাইয়া দিব হস্তের পাচনি। একবার নাচ দুইবার নাচ তিনবার নাচ দেখি, নাচিলে গড়াইয়া দিব হস্তের মোহন বাঁশি।"[৭]

ময়না আঁস্তাকুড়ের পাশের ছিট্‌কি গাছের জঙ্গলে পাখি তাক করে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে সে গুণ গুণ করে গান ধরে 'টিয়া পাললা, শালিক পাললাম, আর পাললাম ময়না রে। সোনামুখী দোয়েল পাললাম, আমার কথা কয় না রে।'

মালো পাড়াতে বসন্তের আগমনে ঢোলক বাজিয়ে তারা দোলের দিন গান গেয়ে বেড়ায় – 'বসন্ত তুই এলিরে, ওরে আমার লাল ত এলো না।'

নয়নতারার স্বামী একটি গান গেয়েছে – 'ও চাঁদ গৌর মাথার শঙ্খ-শাড়ি, ও চাঁদ গৌর আমার সিঁথির সিন্দুর চুল-বান্ধা দড়ি, আমি গৌর-প্রেমের ভাও জানি না ধীরে ধীরে পাও ফেলি।'

একটি বারোমাসি গান গেয়েছে একজন 'হায় হায়রে, এহিত চৈত্রি না মাসে গিরস্থে বুনে বীজ। আনগো কটোরা ভরি খাইয়া মরি বিষ।। বিষ খাইয়া মইরা যামু কাবে বাপ মায়। আর ত না দিবে বিয়া পরবাসির ঠাঁই। ...' গানটা তীরে দাঁড়িয়ে রমু শুনেছিল।

নৌকা খেলার জন্য সাদির মিয়া চার জন ছুতোর মিস্ত্রিকে নিয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন গেয়ে ওঠে – 'ছোট লোকের খানা-পিনা রে বিহানে বৈকালে বড় লোকের খানাপিনা রাত নিশা কালে রে – হায় কান্দে, কান্দেরে দেওয়ান কটু মিয়ার মযায়।' ওদের মধ্যেই যে বড় ছুতোর মিস্ত্রি ছিল সেও গান ধরেছে 'হস্তেতে লইয়া লাঠি, কান্ধেতে ফেলিয়া সাটি, যায়ে বুরুজ দীঘল পরবাসে।'

নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা দেখতে আশা বিভিন্ন নৌকা থেকে বিভিন্ন রকম গান তারা গাইছিল, গানগুলোকে নীচে তুলে ধরা হল -

- ✓ "আকাঠ মান্দাইলের নাও, ঝুনুর ঝুর করে নাও, জিত্যা আইলাম রে নাওয়ের গলুই পাইলাম না।'
- ✓ "তারে ডাক দে, দলানের বাইর হইয়া গেল, অ দিদি, প্রা-ণ বন্ধুরে তোরা ডাক দে।। ...'
- ✓ গদ্যভাবের গান – 'চাঁদমিয়ারে বলি দিল কে, দারোগা জিজ্ঞাসে, আরে চাঁদমিয়ারে বলি দিল কে।"
- ✓ সারি গান – 'জ্যৈষ্ঠি না আষাঢ় মাসে যমুনা উথলে গো, যাইস না যমুনার জলে। ...'

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

- ✓ সারি গান, বিপ্রলব্ধা রাধা - 'আম গাছে আম নাই ইটা কেনে মারো, তোমায় আমায় দেখা নাই আঁখি কেনে ঠারো। ...'
- ✓ "ও তোরে দেখি নাই রে, কাল সারা রাত কোথায় ছিলি রে। ...'
- ✓ 'সামনে কলার বাগ, পুব-দুয়রী ঘর। রাইতে যাইও বন্ধু, প্রাণের নাগর।'
- ✓ 'ঝিয়ারীর মাথায় লম্বা কেশ, খোঁপা বান্ধে নানান বেশ, খোঁপার উপর গুঞ্জরে ভোমরা।...'

বাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে গিয়ে পূর্বে অনন্তকে মারার অপরাধে উদয়তারা এবং তার সঙ্গীরা বাসন্তীকে প্রচণ্ড মারধর করলে বাসন্তীদের নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা না দেখেই বাড়ি ফিরে আসে। ফেরবার পথে অন্য একটি নৌকা বাইচ দেখতে যাচ্ছিল সেই নৌকা থেকে একটি গান গাওয়া হয়, গানটি সারি গান - 'সকলের সকলই আছে আমার নাইগো কেউ। আমার অন্তরে গরজি উঠে সমুদ্দুরের ঢেউ। নদীর কিনারে গেলাম পার হইবার আশে। নাও আছে কান্ডারী নাই শুধু ডিঙ্গা ভাসে।'

মালো পাড়ায় পুরাতন ও নতুন সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় বিভেদ। দুদলে বিভক্ত হয়। একদল রায় দেয় যাত্রাগানের দিকে অন্যদল তাদের পুরানো রীতি অনুসারে গেয়ে চলে গান, এরা মোহনের দল, মোহন তাদের প্রতিনিধি। ওরা যখন যাত্রাগান করছে এরা তখন এদের সাজানো অনুষ্ঠান সুচীতে গেয়ে চলেছে গান। প্রথমে বিচ্ছেদের গান দিয়ে শুরু শেষ হয় সহচরী গান দিয়ে -

- ✓ 'ভ্রমর কইয়ো গিয়া, কালিয়ার বিচ্ছেদে রাধার অংগ যায় জ্বলিয়া। না খায় অন্ন না লয় পানি, না বান্ধে মাথার কেশ, তুই শ্যামের বিহনে রাধার পাগলিনীর বেশ।'
- ✓ 'জীবন জুড়াব যেয়ে কার কাছে, দয়াল কৃষ্ণ বিনে বন্ধু ভবে কে আছে।'
- ✓ 'এহি বৃন্দাবনে ব্রজগোপীগণে ঝুরিয়াছে দুনয়ানে। পশুপক্ষী সবে কান্দিছে নীরবে হায় হায় কৃষ্ণ বলে।'

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের গানের প্রকার বদলে চলেছে। পরিবেশকে মাথায় রেখে।

- ✓ 'কালো কালো কোকিল কালো, কালো ব্রজের হরি। খঞ্জনি পক্ষীর বুক কালো, চিত্ত ধরিতে না পারি। শুতিলে না আসে নিদ্রা বসিলে ঝুরে আঁখি। (আমি) শিথান বালিশ পইথা বালিশ বুকে তুইল্যা রাখি।'
- ✓ 'মাটির উপরে বৃক্ষের বসতি, তার উপরে ডাল, তার উপরে বহুলার বাসা, আমি জীবন ছাড়া থাকিব কত কাল। নদীর ঐ পারে কানাইয়ার বসতি, রাধিকা কেমনে জানে।'
- ✓ হরিবংশ গান। কেন গান হরিবংশ হল তা তারা জানে না তাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের এই গান শিখিয়েছিল, তাই তারা গেয়ে চলে-

  'না ওরে বন্ধু বন্ধু, কি আর বন্ধু রে,
  তুই শ্যামে রাধারে কিরিলি কলঙ্কিনী।
  মথুরার হাটে ফুরাইল বিকিকিনি'।

তাদের অনুষ্ঠান শেষ হচ্ছে সহচরী গান দিয়ে – 'সহচরী, উপায় বল কী করি'।

এভাবে মালোদের জীবনের পরতে পরতে যে সঙ্গীতের ছোঁয়া রয়েছে, সেই প্রাণের সঙ্গীতকে অদ্বৈতবাবু নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন।

খাদ্য-খাবার : নিত্যদিনের খাবারের মধ্যে রয়েছে ভাত। বিয়েবাড়িতে দেওয়া হয় মুঠো মুঠো বাতাসা। ছোলা ভাজা, মটর ভাজা, কমলা, মাছের ডিম এসব খাবার প্রসঙ্গ। এছাড়া কদমা, নানান ধরণের পিঠে, চিড়ে, গরুর দুধ ইত্যাদি।

প্রবাদ-প্রবচন : লোকায়ত মানুষ অথবা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তাদের নিত্য দিনের জীবন যাপনে প্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করে থাকেন প্রতিনিয়ত। মালোরাও তার ব্যতিক্রম নয়। 'জিভে কামড় শিরে হাত, কেমনে আইল জগন্নাথ?' - সুবলের বউ। অনন্তের মাকে। তাকে নানা প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্ন করলে, সবেরই উত্তর সে 'জানি না' দেওয়াতেই এই ব্যাঙ্গাত্মক প্রবাদ তার উদ্দেশ্যে বলা হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'কাকের মুখে সিন্দুইরা-আম'-এক মহিলা অনন্তর মাকে বলেছে শ্যামসুন্দর ব্যাপারীকে উদ্দেশ্য করে। শ্যমসুন্দর ব্যাপারী উত্তর মুলুক থেকে এক সুন্দর বউ নিয়ে আসলে তার সম্পর্কে তিনি এই প্রবাদটি বলেন। শ্যামসুন্দরকে কাকের সঙ্গে এবং সুন্দরী বউটিকে সিন্দুইরা আমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। চতুর্থবার বিয়ে করা শ্যামসুন্দর যে বালিকা বৌয়ের উপযুক্ত নয়, প্রবাদটি তারই ইঙ্গিত দেয়।

বাসন্তী অনন্তর মাকে রামকেশবের বাড়িতে পিঠে বানাতে যাবার কথা বললে, অনন্তর মা যেতে রাজি হয় না, তখন বাসন্তী একটি প্রবাদ বলে – মানুষের কুটুম আসা-যাওয়ায় আর গরুর কুটুম লেহনে-পুছনে'। অর্থাৎ গরুকে দেখভাল করলেই গরুর আপন জন হওয়া যায় কিন্তু মানুষের আত্মীয়তা বাড়ে যাওয়া আসার মধ্যে দিয়ে।

বাসন্তী পাগল কিশোরের আচরণে বিরক্ত হয়ে একটি প্রবাদ বলেছে 'পরের পাগল হাততালি, আপনা পাগল বাইন্ধা রাখি'। পরের বাড়ির পাগল দেখে হাততালি দিলেও নিজের বাড়ির পাগলকে সামলে রাখতে হয়।

অনন্ত মাতৃহীন শুনে অনন্তবালা একটি প্রবাদ বলেছে 'মা নাই যার ছাড় কপাল তার'। পরক্ষণেই যখন শুনেছে অনন্তর মাসি আছে তখন পুণরায় একটি আউড়িয়েছে সে -

'তীর্থের মধ্যে কাশী ইষ্টির মধ্যে মাসী,
ধানের মধ্যে খামা কুটুমের মধ্যে মামা।'

এছাড়া আরো যারা প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেছে, তাদের মধ্যে কাদির মিয়ার 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ', কাদির আরেকটি বলেছে 'মা মরলে তালই, ভাই বনের পশু', মনসাপুজোর দিনে আয়োজিত এক অভিনব বিবাহতে যোগ দিতে আসা উদয়তারার সমবয়সী এক নারী বলেছে 'কাজের ভাসসি নাই, খাওনের গোসাই', রশিদ – 'হাতে-বৈঠা-ঘাটে-নাও অবস্থা', ঘাটে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি – 'যদি থাকে বন্ধুর মন, গাঙ পার হইতে কতক্ষণ?'-ইত্যাদি প্রবাদ গুলো উপন্যাসকে সজীবতা দান করেছে।

মন্ত্র-তুকতাক-ঝাড়ফুঁক : অনন্তর মাকে দেখেতে এসে মালোপাড়ার মহিলারা যে খোস গল্প শুরু করেছিল, সেখানে তাদের গল্পে মন্ত্রের কথা উঠে এসেছে। একজন মহিলা বলেছে – তার শ্বশুর তুরি খেলা জানত। উঠানের দু দিকে দুই ওস্তাত দাঁড়াত। একজন মন্ত পড়ে সাপ চালান দিত, আরেকজন ময়ূর চালিয়ে সেই সাপ সংহার করত। সেই মন্ত্র না জানা থাকলে মরণ। সেইজন আবার ফিরতি আগুন চালান দিত, অন্য একজন মত্র মেঘ নামিয়ে আগুন নিভাতো। প্রথম খেলা হয়েছিল গায়ের আর এক উস্তাদের সঙ্গে। বাদ্যানী সরষার মধ্যে মন্ত্র পড়ে উস্তাদের পরাণ টিপে ধরল – বাদ্যানী সরষাবান্ধা গিরের মধ্যে টেপে দেয়, আর উস্তাদের নাক দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়ে। উস্তাদ এর পালটা মন্ত্র না জানত না। তখন ঐ মহিলার শ্বশুর বাদ্যানীরে এক ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে সরষা-বন্ধন খুলে উস্তাদরে বাঁচিয়েছিল। বাদ্যিনী রেগে গিয়ে ভীমরুল বাণ মারলে তার শ্বশুর ধুলাবৃষ্টি বাণে সব ভীমরুলরে কানা করে দিয়েছিল। তারপর উলটে তিনি বাণ এমন এক বাণ মারেন যাতে বাদ্যানীর পিন্ধনের শাড়ি কেবল উপরের দিকে উঠতে থাকে। দুই হাত দিয়ে যতই শাড়ি টেনে রাখতে চায় ততই শাড়ি উপরে ওঠে। তখন বাদ্যানী এক দৌড়ে তার নৌকার ভিতর গিয়ে তার লজ্জা বাঁচিয়েছিল।

নক্সা, চিত্র বা আল্পনা : মাঘমণ্ডলের ব্রত উপলক্ষ্যে বাসন্তীর মা তাদের উঠানে আলপনা দেবে, 'উঠানজোড়া আলিপনা আকমু; অ বাবা কিশোর, বাবা সুবল, তোমরা একটা ঘোড়া, আর কয়টা পক্ষী আইক্যা দেও।' বাল্যশিক্ষার বই দেখে তারা উঠানের মাঝ খানে তা আঁকতে লেগে যায়। তাদের নিপুণ হাতের টানে সেজে ওঠে বাসন্তীদের উঠান।

সাদিব মিয়ার নৌকায় তিন জন কারিগর দিন রাত পরিশ্রম করে নৌকায় তুলি বুলিয়া রঙ দিয়ে লতা, পাতা, সাপ, ময়ূর ও একজোড়া পালোয়ান এঁকেছিল।

দুটি প্রকাণ্ড মাটির গামলা বিচিত্র রঙে সাজিয়ে হাত দুটোকে বৈঠার মত ব্যবহার করে দুটি লোক ওগুলোকে নিয়ে ভেসে চলেছে নদীতে। ইত্যাদি এসব নক্সা, চিত্র ও আলপনার প্রসঙ্গ আছে।

লোক রসিকতা : অনন্তর মাকে দেখেতে এসে মালোপাড়ার মহিলারা খোস গল্পের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতাও চালাতে থাকে। যেমন একজন নারী বলছে, তার ননদের শাশুড়ি বাড়িতে জামাই আসলে জামাই ঠকানো তার চাই-ই। সে - 'পান খাও রসিক জমাই, কথা কও ঠারে, পানের জন্ম অইল কোন অবতারে। যদি না কইতে পারো পানের জন্ম কথা, ছগল হইয়া খাও শাওড়াগাছের পাতা।' যদিও জামাই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না কোন কালেই। সুতরাং পান না খেয়েই তাকে থাকতে হয়।

লোক ভাষা : মালোদের কিছু নিজস্ব ভাষাভাণ্ডার রয়েছে। সেগুলোর কিছু কিছু তুলে দেওয়া হল -

- ✓ পরস্তাব - জীবনের পূর্বের কোন অতিরঞ্জিত ঘটনাকে তারা পরস্তাব বলে।
- ✓ আলন্তি – কালীপুজো উপলক্ষে, উত্তরসংক্রান্তির দিন অর্থাৎ পৌষ মাসের শেষ দিন, যে খাবারের আয়োজন করা হয় তার নাম আলান্তি।
- ✓ মান্‌তি – 'মানে' শব্দটিকে তারা মাতি বলে।
- ✓ শিলোক – শ্লোককে এরা শিলোক বলছে।
- ✓ জোকার – উলুধ্বনিকে দেওয়াকে তারা জোকার বলে।
- ✓ জালাবিয়া - মনসা পুজোর দিন একধরণের অভিনব বিবাহের রীতি নাম জালাবিয়া। যে বিয়ে উদয়তারাদের গাঁয়ে হয়েছিল।
- ✓ কালা আখর – বইয়ের পাতার অক্ষরগুলোকে তারা কালা আখর বলেছে। ইত্যাদি।

লোকচিকিৎসা : গোষ্ঠীবদ্ধ লৌকিক মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক বড় নিবিড়। প্রকৃতি তাদের বাঁচা-মরা সর্বক্ষণের সঙ্গী। এই প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়েই তারা নানা রকম রোগ-প্রতিরোধ করে থাকে। যেমন অনন্তর মা পাগলের জন্যে ঘুরে ঘুরে এক কবিরাজের কাছ থেকে গাছগাছড়ার ওষুধ এনেছে। গরমজলে গা ধুইয়ে সে ওষুধ গায়ে প্রলেপ করে দিতে হত। এতে তার অসুখ দূর হবে।

অনন্তের মা মূর্ছা গেলে তেল-জল এবং পাখার বাতাস করে ঘরোয়া টোটকাতে তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা হয়।

বাসন্তীকে উদয়তারারা মারার পর বাসন্তী বাড়ি ফিরে এলে বাসন্তীর মা হলুদ বাটা লাগিয়ে দেয় ব্যাথা জায়গাগুলোতে। ইত্যাদি উপায়ে মালোরা তাদের চিকিৎসা চালায়।

ব্রত-পার্বন : মাঘ মাসের শেষে মালোপাড়াতে উৎসবের ধুম পড়ে, মাঘমণ্ডলের ব্রতকে অবলম্বন করে। কুমারী মেয়েদের ব্রত এটি। বাল্য বয়সেই মালোদের মেয়েদের বিবাহ হয়ে যায়। তবু এ ব্রতের উৎসাহ এখানে খুব। মাঘ মাসের ত্রিশ দিন তারা তিতাসের ঘাটে প্রাতঃস্নান করে বাড়ি ফিরে ভাঁটফুল আর দূর্বাদলে বাঁধা ঝুটার জল দিয়ে সিঁড়িপূজা করে মন্ত্রপাঠ করে,

'লও লও সুরুজ ঠাকুর লও ঝুটার জল, মাপিয়া জুখিয়া দিব সপ্ত আঁজল।'

চারা কলাগাছের এক হাত পরিমাণে লম্বা করে কাটা ফালি বাঁশের সরু সলাতে বিঁধে ভিত করে সেই ভিতের উপর গড়ে তোলা হয় রঙিন কাগজের চৌয়ারি-ঘর। ব্রত শেষে ব্রতিনীরা সেই চৌয়ারি মাথা করে তিতাসের জলে ভাসাবে, সঙ্গে ঢোল-কাঁসি বাজবে, নারীরা গান গাইবে। এভাবেই ব্রত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে।

এছাড়া পৌষ মাসের শেষ পৌষ সংক্রান্তি বা আলন্তির কথা আছে। যেখানে কিশোরের বাবা গ্রামের কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে বলে ঠিক করেছে। বাসন্তী, অনন্তের মা এবং আরো কয়েকজন মিলে সেখানে সারারাত জেগে পিঠে বানিয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছড়া : বলরামের বোন উদয়তারা ছোটবেলায় হাতে কাচের চুড়ি পরে হাততালি দিয়ে একটি ছড়া বলেছিল। সেটি এখন তার মনে পড়ছে - 'রামের হাতে ধেনু, লক্ষণের হাতে ছিলা, যেইখানের ধেনু সেইখানে গিয়া মিলা।' বিশ্বাস ছিল যে এই মন্ত্র পড়লে আকাশের রামধনু মিলিয়ে যাবে।

একদিন প্রচণ্ড ঝড় উঠলে উদয়তারা ঝড়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চিৎকার করে ছড়া বলে চলে। বিশ্বাস তাদের এর ফলে ঝড় থেমে যাবে। ছড়াগুলো হল -

'দোহাই রামের দোহাই লক্ষ্মণের, দোহাই বান রাজার;
দোহাই তিরিশ কোটি দেবতার'

ঝড় না থামলে আরো একটি ছড়া কাটে -

'এই ঘরে তোর ভাইগ্না বউ, ছুঁইসনা ছুঁইসনা'।

আবারও না থামলে –

'যা বেটা যা, পাহাড়ে যা, পর্বতে যা, বড় বড় বিরিক্ষের সনে যুদ্ধ কইরা যা'।

ছাদিরের ছেলে রমু জলের উপরে দুটো হাত তুলে তালি বাজিয়ে একটা ছড়া কেটেছে –

'দম্ব দম্ব তাই তাই, ঠাকুর লইয়া পুবে যাই'।

উদয়তারা তিতাসের নদীর নতুন জলে স্নান করতে করতে পুলকিত হয়ে ছড়া কেটে ওঠে –

'জিলাপির পেচে-পেচে রসভরা, মণ্ডা কি ঠান্ডা লাগে জল ছাড়া।'

ধাঁধা : বনমালীর সাথে অনন্ত আর উদয়তারা যখন নৌকায় করে যাচ্ছিল তখন অনন্তকে মনযোগ দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে উদয়তারা অনন্তকে একটি ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে -

'সু-ফুল ছিট্যা রইছে, তুলবার লোক নাই : সু-শয্যা পইড়া রইছে, শুইবার লোক নাই।' উত্তর যদিও অনন্ত দিতে পারে নি। পরে সে নিজেই এর উত্তর বলে দেয়, 'আসমানের তারা'।

নয়নতারা, উদয়তারা ও আসমান তারা তিন বোন পিঠে বানাতে বসে রাত জাগার জন্য তারা ধাঁধা ধরে -

- ✓ হিজল গাছে বিজল ধরে, সন্ধ্যা হইলে ভাইঙ্গা পড়ে।-উদয়তারা জিজ্ঞাসা করে।-এর উত্তর দিয়েছিল আসমানতারা- 'হাট'।
- ✓ 'পানির তলে বিন্দাজী গাছ, ঝিকিমিকি করে, ইলসা মাছে ঠোকর দিলে ঝরঝরাইয়া পড়ে।'- উদয়তারা। এর উত্তর দিয়েছে বড় বোন 'কুয়াসা'
- ✓ 'আদা চাক্চাক্ দুধের বর্ণ এ শিলোক না ভাঙ্গাইলে বৃথা জন্ম' – উদয়তারা, উত্তর - 'টাকা',

বাদ্যযন্ত্র : গোপীযন্ত্র, জয়ঢাক, কাশী, ঘন্ট, ঢোলক, ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে।

লোকদ্রব্য-বস্তু : মালোদের ব্যবহৃত কিছু কুছু জিনিসপত্র, তুলে ধরা হল –

- ✓ মুগরাচণ্ডীর ফুল। বাঁশিরাম মোড়লের গ্রামে গিয়ে এই ফুলটি দেখেছিল।
- ✓ ডিঙি নৌকার বসার জন্য বাঁশের মাচন।
- ✓ নৌকাতে মালসায় আগুণ ধরিয়ে রাখা।
- ✓ টাকু, সুতো কাটার যন্ত্র। ভালো নাম টেকো।
- ✓ দুমুখো উনুন যেখানে তারা ধান সিদ্ধ করে।
- ✓ জলটুঙ্গি-জলের উপর মাছ ধরার জন্যে বাঁধা হয়।
- ✓ রাতে ঘরে মাটির গাছাতে কেরোসিনের আলো জ্বালা হয়।
- ✓ চাটাই – খেজুর পাতা বুনে বসার আসন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

- ✓ বাঁশের ধনুকা আর মাটির গুলি নিয়ে পাখি মারার প্রসঙ্গ।
- ✓ কুশ আসন - পুজোয় ব্যবহৃত একধরণের আসন।
- ✓ সালুকাপড় – পুঁথি মুড়িয়ে রাখার জন্য।
- ✓ মুগুর – বড় কাঠ বা শক্ত কোন কিছুর দন্ড, যা দিয়ে কোন কিছু পোঁতা হয়ে থাকে। হাতুড়ির যে কাজ তাই এর কাজ, তবে এটি বড় সংস্করণ।
- ✓ এছাড়া আছে সেঁউতি, মন্দিরা, দা, কাঁথা, শিতলপাটি ইত্যাদির কথা।

লোকক্রীড়া : মহরমে লাঠি খেলার প্রসঙ্গ রয়েছে। ছেলেরা খেলত গোল্লাছুট আর মেয়েরা পুতুলের ঘরকন্নার খেলা। তুরি খেলা, যেটি অনন্তের মাকে দেখতে আসা মহিলাদের মধ্যে এক মহিলার শ্বশুর জানত বলে সেই মহিলা গল্প করেছে। এছাড়া নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতার উল্লেখ আছে।

উপন্যাসে শেষে দেখা গেছে মালোদের জীবনাচারণের পুরাতন রীতির সঙ্গে আধুনিক সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব বেধেছে। কেউ আকড়ে থেকেছে পুরাতনকে নিয়ে কেউবা ছুটেছে নতুনের দিকে। ঠিক যেন পুরাতন নবীনের দ্বন্দ্ব, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মত। এখানেও কালের নিয়মে জয়ী হয় অবশ্যা নতুন প্রথাই। তবুও লেখক যেন সেই পুরাতন সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করেছেন বেশি। টান তার সেদিকেই। সেই টান ছিল বলেই তাদের জীবনকে এত কাছ থেকে এঁকেছেন, নিপুণ তুলিতে।

উপরের বিষয়গুলোকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, জীবনচর্যা এবং মানসচর্যা। দৈনন্দিন কাজে যেগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, জীবনচর্যা। অন্যদিক তাদের মানস চর্যার দিক, যেখানে গান-বাজনা, নাচ, পূজা-পার্বণ ইত্যাদির ব্যবহার। দুটি দিককেই উপন্যাসিক বিস্তৃত পরিসরে তুলে ধরেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে এই ব্যবহারগুলোর প্রয়োগ তিনি উপন্যাসে করেছেন।

উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রেও মালো সম্প্রদায়ের জীবনযাপন, তাদের সংস্কৃতি ও লোকায়ত ঐতিহ্যকে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে তুলে ধরেছেন। চলচ্চিত্রটিতে তিতাস নদী মালো সম্প্রদায়ের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নদী তাদের জীবিকার উৎস, তাদের সংস্কৃতির অংশ এবং তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। নদীতে মাছ ধরা, নৌকা চালানো, নদীর তীরে জীবনযাপন করা - এসব মালোদের জীবনের অঙ্গ। ঘটক নদীকে শুধু একটি ভৌগোলিক উপাদান হিসেবেই দেখেননি, বরং তিনি নদীকে মালো সম্প্রদায়ের আত্মার প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখেছেন।

লোকসংগীত ও লোকনৃত্য : চলচ্চিত্রে মালোদের লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের বিস্তৃত ব্যবহার করা হয়েছে। নৌকা চালানোর সময়, উৎসবের সময়, দুঃখের সময় - সব সময়ই মালোরা গান গায় এবং নৃত্য করে। এই গান ও নৃত্যগুলি তাদের জীবনের আনন্দ, দুঃখ, ভালোবাসা, বিচ্ছেদ সব কিছুই প্রকাশ করে। ঘটক এই লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের মাধ্যমে মালোদের জীবনের সৌন্দর্য এবং তাদের সংস্কৃতির সমৃদ্ধি তুলে ধরেছেন। তবে সব ক্ষেত্রেই পরিচালক যে উপন্যাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন এমন নয়, বেশ কিছু জিনিস তিনি ব্যক্তিগত সংযোজন করেছেন। বিশেষ করে সংগীত প্রয়োগের দিক থেকে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিশোর এবং অনন্তের মায়ের মালা বদলের সময় গান, বিবাহের গান বেজেছে ব্যকগ্রাউন্ডে –

> দৃশ্য – ৭
> মিড লং শট-এ মোড়ল বারান্দায় বসে হুক্কা খাচ্ছে। সামনে উঠানে দাঁড়ানো লোকটি আর কিশোর। একটু দূরে কয়েকজন নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে গান বেঁজে ওঠে –
> লীলাবালি লীলাবালি
> বড় যুবতী সই গো

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কি দিয়া সাজাইমু তোরে।[৮]

গানটি চলচ্চিত্রে আরো দুই এক বার ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিবাহের পূর্বে দোলপূর্ণিমার মেলা বসেছে এমন উপস্থাপনা আছে চলচ্চিত্রে। সেখানে তিলকচাঁদ, কিশোর এবং সুবোল মেলা দেখতে গেছে। সেখানে মেয়ের নাচ করছে। নৃত্যরত নারীদের মধ্যে একজন ছিল অনন্তের মা।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতি: মালো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতি চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। তাদের দেব-দেবী, পূজা-অর্চনা, উৎসব - সবকিছুই চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে। যেমন – দোল পূর্ণিমার পুজো, অনন্তের মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, কালীপুজো ইত্যাদির ব্যবহার আছে। ঘটক তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্মান করেছেন এবং তাদের জীবনের উপর এর প্রভাব তুলে ধরেছেন।

সামাজিক জীবন ও রীতিনীতি: মালো সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন এবং তাদের রীতিনীতি চলচ্চিত্রে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিবাহ, মৃত্যু, উৎসব - এসব অনুষ্ঠানে মালোরা কীভাবে আচরণ করে, কীভাবে পোশাক পরে, কীভাবে খাবার খায় - সবকিছুই চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে। ঘটক এই মাধ্যমে মালো সম্প্রদায়ের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেছেন।

ব্রত এবং পার্বণ : মাঘমণ্ডলের ব্রত, পৌষ সংক্রান্তিতে আলন্তী – যেখানে বাসন্তী, অনন্তের মা'রা মিলে সারা রাত জেগে পিঠে বানিয়েছে।

উপন্যাসের সঙ্গে চলচ্চিত্রের তুলনা প্রসঙ্গে প্রথমে আমাদের লোকসংস্কৃতির বিভাজনটাকে বুঝতে হবে। তাহলে এই পার্থক্যকে সহজেই অনুমান করা যাবে। লোকসংস্কৃতির পরিসর বৃহৎ, কোন বিভাজনেই তাকে সম্পূর্ণ ধরা যাবে এমন দাবী করা সম্ভব নয়। লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ বরুণ কুমার চক্রবর্তী চরিত্র ও গঠন অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করেছেন – বস্তু-নির্ভর লোকসংস্কৃতি (পোশাক-পরিচ্ছদ, কুটির-শিল্প, লোক-ভাস্কর্য, চিত্র ইত্যাদি) এবং অ-বস্তুনির্ভর লোকসংস্কৃতি (লোকসাহিত্য)। বস্তু এবং অবস্তুভেদে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলোকে নিম্নোক্তভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে -

উপন্যাসে লেখক বিস্তৃতপরিসরে মালো সমাজের সাংস্কৃতিক দিকগুলোকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু ঋত্বিক ঘটক মালোদের সমস্ত দিকের প্রতিফলন ঘটাতে পারেন নি। মালোদের সঙ্গীত, লোককথা, তাদের ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সিনেমাতে স্কিপ করে গেছেন। তবে বস্তুকেন্দ্রিক দিক গুলো তাঁর চলচ্চিত্রে বিস্তৃতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অ-বস্তুকেন্দ্রিক দিকগুলো বিস্তৃতপরিসরে তুলে ধরতে না পারার সবচেয়ে বড় কারণ হল সময়। এমন নয় যে তিনি লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি আস্থাশীল নয়, বরং বাংলা ভাষায় এখনো পর্যন্ত যত পরিচালক জন্মছেন তাদের মধ্যে বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি সবচেয়ে বেশি আস্থা রেখেছেন ঋত্বিকই। সেকথা সত্যজিৎ রায়ও স্বীকার করেছেন –

> "ঋত্বিক মনেপ্রাণে বাঙালী পরিচালক ছিল, বাঙালী শিল্পী ছিল - আমার থেকেও অনেক বেশী বাঙালী। আমার কাছে সেইটেই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় এবং সেইটেই তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান এবং লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।"[৯]

সীমিত সময়ের গণ্ডিতে 'তিতাসে'র মত মহাকাব্যসম উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ সহসসাধ্য নয়। কাজেই এত বড় উপন্যাসের কিছু অংশ বাদ যাবে তা স্বাভাবিকই। তাইতো উপরে আলোচিত সমগ্র দিকের প্রকাশ হয়তো চলচ্চিত্রে নেই কিন্তু সমস্ত দিকের প্রতিফলন উপলব্ধি করা যায়। এইখানেই ঋত্বিকের শিল্পীত্ব। সমালোচক সাজেদুল আউয়াল এই চলচ্চিত্রায়ণ নিয়ে তাই যথার্থই বলেছেন –

> "এ-চলচ্চিত্রে ঋত্বিকের চলচ্চিত্র নির্মিতির নিজস্ব ধারা ধরা পড়ে প্রকটভাবে। এর বিষয়বস্তু এপিকধর্মী। একটি সম্প্রদায়ের বিশেষত তিতাস-পারের জেলে সম্প্রদায় 'মালো'দের, সর্বোপরি একটি নদীর অভিযাত্রার বয়ান এই চলচ্চিত্র। মালোদের জীবনযাত্রা, তাদের দৈনন্দিন জীবনের অসহনীয় বাস্তবতা, দারিদ্র্য, লৌকিক উৎসব, জন্ম-কৈশোর-পেশা-বিবাহ-সন্তান উৎপাদন-মৃত্যু এবং একই সমান্তরালে তিতাস নদীর বাঁচা-মরা সবকিছুকেই ঋত্বিক শরীরময় ও মন্ময় করে তুলেছেন এই চলচ্চিত্রে।"[১০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 540 - 551
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

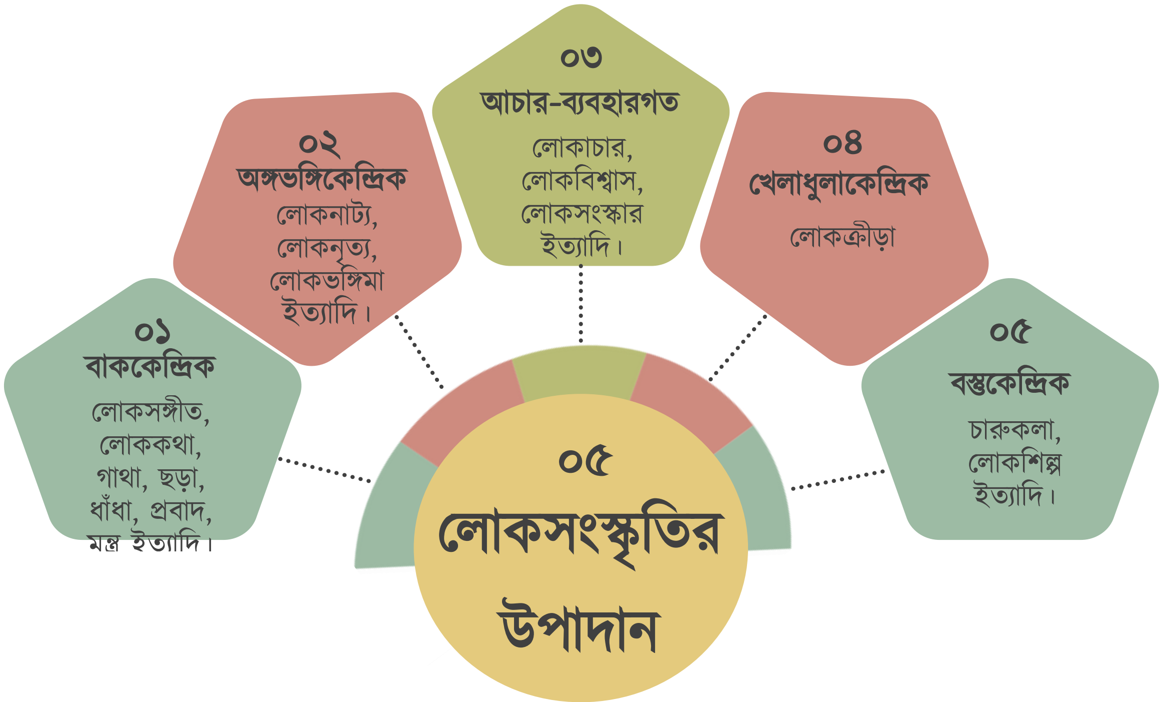

Reference:

১. মল্লবর্মন, অদ্বৈত, 'তিতাস একটি নদীর নাম', দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ, আশ্বিন, ১৩৫৬, পৃ. ১৯

২. দৈনিক প্রথম আলো, ছুটির দিনে, তিতাস একটি নদীর নাম, মুদ্রিত সংস্করণ, ৭ জানুয়ারি, ২০১২

৩. মল্লবর্মন, অদ্বৈত, 'তিতাস একটি নদীর নাম', দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা, ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ, আশ্বিন, ১৩৫৬, পৃ. ১৬০

৪. তদেব, পৃ. ৪১

৫. তদেব, পৃ. ৭৫

৬. তদেব, পৃ. ৯৫

৭. তদেব, পৃ. ১৬১

৮. রাশেদ, পার্থিব, ও মনিস রফিক (সম্পা:), 'ঋত্বিক ঘটকের তিতাস একটি নদীর নাম চিত্রনাট্য', দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, রোদেলা প্রকাশনী, একুশে বইমেলা ২০২০, পৃ. ২৪

৯. রায়, সত্যজিৎ, 'ঋত্বিক', সুব্রত রুদ্র (সম্পাদিত), 'সেই ঋত্বিক', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, প্রতিভাস, ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৪০

১০. আউয়াল, সাজেদুল, 'চলচ্চিত্রকলা', প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ২০১০, পৃ. ২০২

Bibliography:

অদ্বৈত মল্লবর্মণ, 'রচনাসমগ্র', সম্পাদনা – অচিন্ত্য বিশ্বাস, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, দেজ, ফেব্রুয়ারী, ২০১১, ২. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃত কোষ', সম্পাদিত, তৃতীয় পরিবর্দ্ধিত, পরিমার্জিত ও নতুন আঙ্গিক সংস্করণ, কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, জানুয়ারি ২০১৬

বরুণ কুমার চক্রবর্তী, 'বিচিত্র ভাবনার গদ্য', কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, জানুয়ারি ২০১৫

পার্থিব রাশেদ ও মনিস রফিক (সম্পা:), 'ঋত্বিক ঘটকের তিতাস একটি নদীর নাম চিত্রনাট্য', দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, রোদেলা প্রকাশনী, একুশে বইমেলা ২০২০

সত্যজিৎ রায়, 'ঋত্বিক', সুব্রত রুদ্র (সম্পাদিত), 'সেই ঋত্বিক', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, প্রতিভাস, ডিসেম্বর ১৯৮৫

সাজেদুল আউয়াল, 'চলচ্চিত্রকলা', প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ২০১০